70

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 SEP 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

লালমনিরহাট ঃ ভিন্ন স্টাইলের গণশিক্ষা — শেষ পর্ব

# কার্যক্রম স্বীকৃতি পেলেও তেমন সহায়তা মেলেনি

## সবকিছু চলছে একজনের নেতৃত্বে

।। আমিনুল হক ও গোকুল রায় ।।

লালমনিরহাট, ২৪শে সেপ্টেম্বর।– ৬ মাস মেয়াদী লালমনিরহাট গণশিক্ষা কার্যক্রমের সফলতা লক্ষ্য করে এবং এই কৌশলকে একটি কার্যকর কৌশল মনে করে সরকার এটাকে 'পাইলট প্রকল্প' হিসেবে গ্রহণ করে। তথাপি অর্থ প্রাপ্তিসহ বিভিন্ন কাজে মাঝেমধ্যে নানা ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে অক্ষর-জ্ঞানপ্রাপ্ত অনেকে এখন আরও পড়তে চায়, শিখতে চায়।

প্রথম দু'পর্যায়ে ৪৭ হাজার ৫শ' ২০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সফলতা অর্জন করে ৪৫ হাজার ৫শ' ২০ জন। এদের শিক্ষাদান শেষ হয় গতবছর অক্টোবর মাসে। নিরক্ষর এসব মানুষ লিখতে, পড়তে পারায় এখন তারা মহাখুশী। তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তারা আরও লেখাপড়া করতে চায়, দেশ-দুনিয়া সম্বন্ধে জানতে চায়, তারা পড়তে চায় ইংরেজি পর্যন্ত। কিন্তু সে ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই লালমনিরহাট গণশিক্ষা সমিতিতে। সদ্য লেখাপড়া শেখা এমন ক'জন হচ্ছে আবদুল মান্নান (৪৫), সোহরাব হোসেন (৪০), আবিজা খাতুন (৪২), শামসুন্নাহার (৩০), রুবি বেগম (২৮) ও সাহেলা খাতুন (৩৫)। এদের সবার বাড়ি পৌর এলাকার খোর্দ সাপটানা মহল্লায়।

এদের মধ্যে মান্নান হচ্ছে ছোট চা দোকানদার। সে জানায়, আগে তার হিসাবনিকাশে প্রায় ভুল হতো, কিন্তু এখন তেমন একটা হয় না, খাতায় আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখতে পারে। সে আরও শিখতে চায়। এজন্য সে গণশিক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কাছে ধর্নাও দিয়েছে, কিন্তু কাজ হয়নি। এখন সে তার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়া ছেলের কাছে পড়ছে বলে জানায়, একই অবস্থা আবিজা খাতুনেরও।

সরকার নীতিগতভাবে গণশিক্ষার এই কার্যক্রমকে স্বীকৃতি দিলেও আর্থিক সাহায্যসহ অন্যান্য বিষয়ে যেভাবে সাহায্য দেয়ার কথা তা দেয়া হয়নি। চাহিদা অনুযায়ী টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। আবার কাটছাঁট করে যেটুকু বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তাও সবটুকু পাওয়া যায়নি এখনও। বরাদ্দের আজো প্রায় ১ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। চাহিদা দেয়া হয়েছিল ৪ কোটি ৪৭ লাখ ২৮ হাজার ৩শ' ৫০ টাকা।

বরাদ্দ দেয়া হয় ৩ কোটি ৭৫ লাখ ৪৬ হাজার ৭শ' ৭২ টাকা। এসবের এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে ৩ কোটি টাকা। এই কার্যক্রমটিকে ইউনিসেফসহ বিভিন্ন বেসরকারি সাহায্য সংস্থা পরিদর্শন করেছে, আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রশংসাও করা হয়েছে। কিন্তু তেমনভাবে এগিয়ে আসেনি কেউ। ইউনিসেফ কেবল শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে কিছু স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করে দেয়। আর অন্যান্য বিষয়ে কিছু সহযোগিতা করে 'আপন গ্রাম প্রগতি'।

প্রতিদিন বিকেলে পরিদর্শন দল বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রে পরিদর্শনে যেত। সেখানে সুবিধা-অসুবিধা লক্ষ্য করে তাৎক্ষণিক-ভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হতো মোট কেন্দ্র হচ্ছে ৮ হাজার ১শ' ৩১টি। এসব কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য ছিল সরকারি মোটর যানসহ ২টি ভাড়া করা মাইক্রোবাস। কিন্তু অর্থাভাবে প্রায় মাস থেকে মাইক্রো দু'টি বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে যানবাহন অভাবে পরিদর্শন কাজটি আর আগের মতো হচ্ছে না বলে গণশিক্ষা সমিতির সাথে সম্পৃক্ত একজন কর্মকর্তা জানান। অপরদিকে জেলা প্রশাসনের গাড়িসহ জেলার অন্যান্য বিভাগের গাড়িগুলোও বিকেলে মাঝেমধ্যে পরিদর্শন কাজে নেয়া হত। কিন্তু দাপ্তরিক কাজসহ অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় সবসময় সেসব গাড়ি পাওয়া সম্ভব হয় না।

ভিন্ন স্টাইলে পরিচালিত এই গণশিক্ষা কার্যক্রমটিতে এলাকার সর্বস্তরের মানুষসহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত হয়ে পড়েছেন, নেতৃত্বে আছেন জেলা প্রশাসক কাজী ফরিদ আহামদ। কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে তা কতদিন টিকবে, এই প্রশ্ন অনেকের। এই মাস থেকে পাঠদান কার্যক্রমটি শেষ হলেও পরবর্তীতে গ্রাম শিক্ষা কেন্দ্র ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী প্রভৃতি বাস্তবায়নে একই ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন সকলের, এজন্য প্রয়োজন নেতৃত্বের। গোটা কার্যক্রমটির নেতৃত্বদানকারী বর্তমান জেলা প্রশাসক বদলি হলে নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হতে পারে। এখনো বিকল্প কোন নেতৃত্ব তৈরি হয়নি সেখানে। এটি লক্ষ্য করা গেছে যখন প্রতিবেদনটি লিখতে কথা বলার জন্য যাওয়া হয়েছিল গণশিক্ষা সমিতির সদর দপ্তরে গত ১২ই এপ্রিল। সে সময় জেলা প্রশাসক ছিলেন দাপ্তরিক কাজে লাল-মনিরহাটের বাইরে। অনেক কিছুই তার অবর্তমানে জানা সম্ভব হয়নি, লক্ষ্য করা গেছে সবকিছুই চলছে তাকে (জেলা প্রশাসক) কেন্দ্র করে।